Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.10

জয়রাশি কর্তৃক *ন্যায়সূত্র*-এ প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণধর্ম বিচার

বৈশাখী মোদক
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, কাটোয়া কলেজ, কাটোয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সংক্ষিপ্তসার

সূত্রসাহিত্য, বিশেষত *ন্যায়সূত্র* থেকেই লক্ষণ ও প্রমাণ ভিত্তিক দর্শনের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে দিঙ্নাগ এর সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন। এইসকল সকল দার্শনিকগণ মনে করতেন যে লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারা বস্তুর সিদ্ধি হয়। কিন্তু জয়রাশি এই লক্ষণ প্রমাণ ভিত্তিক দর্শনের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁর রচিত *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণের লক্ষণ বিচার পূর্বক খণ্ডন করেছেন। এই নিবন্ধটিতে মূলত ন্যায়সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটির আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্র সকল শাস্ত্রের প্রবেশিকা স্বরূপ। প্রবেশিকা স্বরূপ শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা সবল ও বহুল আলোচিত লক্ষণ হলো প্রত্যক্ষের লক্ষণ। মহর্ষি গৌতম এই প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।"[i] জয়রাশিভট্ট *তত্ত্বোপপ্লসিংহ* গ্রন্থেও এই সূত্রটির উল্লেখ্য করেছেন। সূত্রে 'প্রত্যক্ষম্' পদটি লক্ষ্যপদ ও লক্ষণধর্ম হল – ১) ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নত্ব ২) জ্ঞানত্ব ৩) অব্যপদেশ্যত্ব ৪) অব্যভিচারিত্ব ও ৫) ব্যবসায়াত্মকত্ব। এই পাঁচটি লক্ষণধর্মের মধ্যে জয়রাশি *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* গ্রন্থে 'অব্যপদেশ্য' পদের অযৌক্তিকতা বিচার করেননি। তিনি বলেছেন 'অব্যপদেশ্য' পদের অযৌক্তিকতার বিচার লক্ষণসার গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণসার গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* গ্রন্থ অনুসারে 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন', 'অব্যভিচারী' ও 'ব্যবসায়াত্মক' এই তিনটি লক্ষণধর্মের অযৌক্তিকতার বিচার এই নিবন্ধটিতে আলোচনা করা হয়েছে এবং এই বিচারে প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, প্রত্যক্ষের লক্ষণধর্ম সমূহ যথার্থ নয়।

মূলশব্দ: প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নত্ব, ব্যভিচারী, অব্যভিচারিত্ব, সংশয়, ব্যবসায়াত্মকত্ব

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.10

প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষলক্ষণোক্ত 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং' পদের বিচার

প্রমাতা যখন ষড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তদ্বতি তৎপ্রকারক জ্ঞান লাভ করে তখন ষড় ইন্দ্রিয় প্রমাণ। এই ষড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে বলে প্রত্যক্ষ। ষড় ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ প্রত্যক্ষ হলো বাহ্যপ্রত্যক্ষ। বাহ্য ও মানস ভেদে প্রত্যক্ষ দুই প্রকার। মহর্ষি গৌতম কর্তৃক *ন্যায়সূত্রে* প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটি বাহ্যপ্রত্যক্ষেরই লক্ষণ। মহর্ষি প্রদত্ত লক্ষণটি হলো - "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বর্ণ ইত্যাদি অর্থের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন, শব্দ কর্তৃক অপ্রকাশযোগ্য, যথার্থ, নিশ্চয়াত্মক এবং জ্ঞান স্বরূপ পদার্থই প্রত্যক্ষ। ন্যায়মতে ইন্দ্রিয় ছয়টি। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক, শ্রোত্র ও মন এই পাঁচটি বাহ্যইন্দ্রিয় এবং অন্তর ইন্দ্রিয় মন। সূত্রে 'ইন্দ্রিয়' শব্দে এই ষড় ইন্দ্রিয়কেই বোঝায়। 'অর্থ' শব্দের দ্বারা প্রমেয় পদার্থ বা জ্ঞানের বিষয়কে বোঝায়। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব গ্রাহ্য বিষয় রয়েছে একে বিষয়ব্যবস্থা বলে। যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় বর্ণ, শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় শব্দ, ত্বকের গ্রাহ্য বিষয় স্পর্শ, রসনার স্বাদ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় গন্ধ, মনের গ্রাহ্য বিষয় সুখ দুঃখ ইত্যাদি। বর্ণ যেমন ত্বকের অগ্রাহ্য বিষয় তেমনি স্পর্শ চক্ষুর অগ্রাহ্য বিষয়। বিষয়ব্যবস্থাবিশিষ্ট যে পদার্থ সেই পদার্থই সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়। ইন্দ্রিয়ের স্বগ্রাহ্য বিষয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ। 'সন্নিকর্ষ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। স্বগ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে সেই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকেই সন্নিকর্ষ বলে। উৎপন্ন হল কার্য পদার্থ যা কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয়। 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নত্ব'-এর অর্থ হল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার স্বগ্রাহ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন। এই ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য প্রমাতার যে জ্ঞান সেই জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষই বাহ্যপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তিতে একমাত্র কারণ নয়। আত্মমনঃ-সংযোগ, ইন্দ্রিয়মনঃ-সংযোগ, দূরত্ব, আলোক, পদার্থের উদ্ভূতরূপ, পরিমাণ, মহত্ত্ব বাহ্যপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণ। তবে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তিতে অসাধারণ কারণ। মহর্ষি গৌতম অনুমান, উপমান ও শব্দ জ্ঞান থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে পৃথক করার জন্য প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং' পদটির প্রয়োগ করেছেন। অনুমান প্রভৃতি জ্ঞান হলেও সেইসব জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ অসাধারণ কারণ নয়। অনুমানের অসাধারণ কারণ পরামর্শজ্ঞান, উপমান প্রমাণের অসাধারণ কারণ সাদৃশ্যজ্ঞানজন্য ও শব্দ প্রমাণের অসাধারণ কারণ পদজ্ঞান। এইকারণেই প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং' পদ যুক্ত করলে অনুমান প্রমাণ ইত্যাদি স্থলে প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারিত হয়। কিন্তু জয়রাশি মনে করেন প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং' পদটির কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের উপপত্তি কখনও প্রমাতার হয় না। কেন ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের উপপত্তি সম্ভব নয় সেই বিষয়ে জয়রাশি, পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িকগণের বিরুদ্ধ নিম্নলিখিত আপত্তি সমূহের অবতারণা করেছেন –

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

প্রথমত : জয়রাশি মনে করেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণ 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্ব'-এর জ্ঞান অনুমানের দ্বারা হতে পারে না। এক্ষেত্রে তিনি তিনটি বিকল্প হেতুর উল্লেখ করেছেন যে হেতুগুলো ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের অনুমাপক হতে পারে। এই তিনটি হেতু হল ১)ব্যবহিতার্থের অনুপলব্ধি অর্থাৎ ব্যবহিত অর্থের উপলব্ধি না হওয়া ২)আবরণ লিঙ্গ ও ৩)ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে ঘট, পট ইত্যাদি পদার্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই পদার্থ জ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্ব জ্ঞাত হতে পারে। কিন্তু জয়রাশি যুক্তি দ্বারা দেখিয়েছেন এই তিনটি হেতুর কোনোটিই ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষত্বের অনুমাপক হতে পারে না। প্রথম বিকল্পে অনুমানের পক্ষ প্রত্যক্ষে, সাধ্য ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বকে অনুমান করতে হবে ব্যবহিত অর্থের অনুপলব্ধি হেতুর দ্বারা। এক্ষেত্রে ব্যবহিতার্থের অনুপলব্ধি হেতু হলো ব্যতিরেকী হেতু। এই হেতুর দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকজত্বকে অনুমান করতে গেলে উভয়ের মধ্যে 'যেখানে যেখানে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্ব থাকে না সেখানে সেখানে ব্যবহিতার্থের অনুপলব্ধি থাকে না' এরূপ সহ সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আবশ্যক। হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সহচর সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে। জয়রাশির যুক্তি হল হেতু ব্যবহিত অর্থের অনুপলব্ধির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নেই। ফলে ব্যবহিতার্থের অনুপলব্ধি ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের অনুমাপক হতে পারে না। একইকারণে দ্বিতীয় বিকল্প আবরণলিঙ্গও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের অনুমাপক হয় না। আবরণ হেতুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নেই। তৃতীয় বিকল্পের বিরুদ্ধে জয়রাশি বলছেন, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন ঘট, পট ইত্যাদি পদার্থের জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যত্ব জ্ঞাত হতে পারে না। কারণ এমন অনেক স্থল রয়েছে যেখানে ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ থাকা সত্ত্বেও পদার্থের জ্ঞান হয় না। যেমন যে বিষয়ের প্রতি জ্ঞাতা অমনোযোগী থাকেন সেই স্থলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ হলেও আত্মমনঃসংযোগ না হওয়ায়, জ্ঞাতার ওই বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্নই হবে না। ফলে ঘট ইত্যাদি পদার্থের জ্ঞানের সাথে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের ব্যাপ্তি না থাকায় ঘটবিষয়ক পদার্থের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের অনুমাপক হতে পারে না। সুতরাং জয়রাশির সিদ্ধান্ত উল্লেখিত তিনটি হেতুর কোনোটির সাথেই ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের সহ সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে না। তাই উক্ত হেতু সমূহের দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের জ্ঞানও হতে পারে না। এস্থলে জয়রাশি ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকে পরমাণু, পিচাশ ও মহেশ্বর কল্পনার সদৃশ বলেছেন, যাদের সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণই নেই।

দ্বিতীয়ত : পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িকগণের বিরুদ্ধে জয়রাশির দ্বিতীয় আপত্তি হল জ্ঞান কখনই ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বকে জ্ঞাপিত করতে পারে না অর্থাৎ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের গমক নয়। কারণ জ্ঞান যদি ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বকে জ্ঞাপিত করে তাহলে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বকে বিজ্ঞানের, আকার (স্বভাব) হতে হবে অথবা কার্য বিজ্ঞানের আকার (কারণ) হতে হবে অথবা প্রত্যক্ষজ্ঞানাকার ও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যাকারকে অভিন্ন হতে হবে তবেই জ্ঞান,

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.10

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের জ্ঞাপক হবে। জয়রাশি বিজ্ঞানের আকার বলতে বিজ্ঞানের স্বভাবকে বুঝিয়েছেন। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্ব হল জ্ঞানের স্বভাব। তাঁর যুক্তি হল জ্ঞানের স্বভাবরূপে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্ব জ্ঞাত হতে পারে না। কারণ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্ব জ্ঞানের স্বভাব নয়। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্ব জ্ঞানের স্বভাব হলে বৃক্ষ এবং শিংশপাত্বের মতো তাঁরাও পরস্পরের অভাবের অধিকরণে থাকতে পারতো না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের অভাবের অধিকরণ উপমান ইত্যাদিতে জ্ঞানাকার থাকে। আবার প্রমাতার অমনযোগীতার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্ব থাকলেও জ্ঞানাকার থাকে না। বিষয়ের প্রতি অমনযোগী হলে প্রমাতার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষ ও ইন্দ্রিয় মন সংযোগ হলেও আত্মমনঃসংযোগ না হওয়ায় জ্ঞান হয় না। ফলে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বকে জ্ঞানের স্বভাবও বলা যায় না। বৌদ্ধ মতে দুটি পদার্থ নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত বা স্বভাবতঃ প্রতিবদ্ধ হলে তবেই এক পদার্থ অন্য পদার্থের গমক বা সাধক হয়। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্ব ও জ্ঞান এই দুটি পদার্থ নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত নয়। তাই এই দুটি পদার্থ একে অপরের গমক হতে পারে না, জ্ঞান ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বকে জ্ঞাপিত করতে পারে না।

প্রত্যক্ষের উৎপত্তিতে কারণ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্ব হলো সাধ্য আর কার্য জ্ঞান হলো হেতু। কার্য্যাত্মক রূপেও জ্ঞান ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের গমক হতে পারে না। জয়রাশির যুক্তি হলো উপমান, অনুমান, মরীচিতে নীল জল ইত্যাদি স্থলে কার্য জ্ঞান থাকলেও কারণ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যত্ব থাকে না। ফলে সাধ্য বিনা যখন হেতু থাকে তখন সেই হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে যে অবিনাভাব আছে এমনও বলা যায় না। অবিনাভাব না থাকলে হেতু সাধ্যের গমক হতে পারে না। এই কারণেই প্রত্যক্ষজ্ঞানাকার ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের জ্ঞাপক হতে পারবে না। আর অবিনাভাব ব্যতীত যদি হেতু, সাধ্যের গমক হয় তাহলে যে কোনো পদার্থই ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের গমক হতে পারে। কিন্তু সেটি কোনো মতেই স্বীকার্য নয়।

আবার প্রত্যক্ষ জ্ঞানাকার ও ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যাকার যদি অভিন্ন হয় অর্থাৎ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় তাহলে প্রত্যক্ষজ্ঞানাকার, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের গমক হবে। কিন্তু জয়রাশি বলছেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানাকার ও ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যাকার অভিন্ন হলে উভয়ই জ্ঞানাত্মক হবে। ফলে অনুমান ইত্যাদি জ্ঞান থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে পৃথক করা যাবে না। কারণ অনুমান ইত্যাদি জ্ঞানের করণের সঙ্গে (ব্যাপ্তিজ্ঞান ইত্যাদি) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণের কোনো পার্থক্য থাকবে না। উভয় জ্ঞানের করণই জ্ঞানাত্মক হবে। কিন্তু *ন্যায়সূত্রে* প্রদত্ত লক্ষণ অনুসারে প্রত্যক্ষের করণ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ, কোনো জ্ঞান প্রত্যক্ষের করণ নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানাকারও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের গমক হতে পারে না। জয়রাশি পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করে বলছেন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) সেই জ্ঞান, তার নিজের স্বরূপের দ্বারাও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের অনুমাপক হতে পারে না। কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান, পরামর্শ জ্ঞান হওয়ার পর প্রমাতার অনুমিতি উৎপন্ন

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

হয়। কিন্তু আশুবিনাশী বিজ্ঞান, ব্যাপ্তিজ্ঞান থেকে অনুমিতি পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে না। ফলে অস্থায়ী বিজ্ঞান থেকে প্রমাতার ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যত্বের অনুমিতিও হয় না।

জয়রাশি প্রথম আপত্তিতে বলেছেন অনুমান প্রমাণের দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বের জ্ঞান প্রমাতার হয় না। দ্বিতীয় আপত্তিতে বলেছেন যে জ্ঞানকে যদি ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষত্বের গমক হতে হয় তবে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষত্বকে জ্ঞানের স্বভাব অথবা জ্ঞানের কারণ অথবা জ্ঞানাকারের সঙ্গে অভিন্ন হতে হবে। কিন্তু এই তিনটি বিকল্পের কোনোটিই সম্ভব নয়। তাই জ্ঞান কোনভাবেই ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষত্বের গমক বা জ্ঞাপক হতে পারে না। জ্ঞান বলতে এখানে জয়রাশি প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং জয়রাশির মতে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষত্বের জ্ঞান যখন প্রমাতার হয়ই না তখন প্রত্যক্ষের লক্ষণে ‘ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং’ পদটির থাকা বা না থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এবং ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য বিজ্ঞানকে প্রত্যক্ষের লক্ষণও বলা যায় না।[ii]

‘জ্ঞানত্ব’ ও ‘অব্যপদেশ্য’ পদ

ন্যায়-বৈশেষিক মতে গুণ চব্বিশ প্রকার। এই চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে প্রত্যক্ষ, আত্মা দ্রব্যে আশ্রিত জ্ঞান নামক গুণ পদার্থ। সূত্রে 'জ্ঞানম্' শব্দে মহর্ষির বক্তব্য বিষয় এটিই। 'জ্ঞানং' পদের অর্থ অনুভবাত্মক জ্ঞান। সুখ দুঃখ ইত্যাদি গুণ থেকে প্রত্যক্ষকে পৃথক করার জন্য মহর্ষি ‘জ্ঞানং’ পদের সন্নিবেশ করেছেন। সুখ দুঃখ গুণ পদার্থ হলেও জ্ঞান নয়, সুখ-দুঃখের অনুভব জ্ঞান। 'ব্যপদেশ' শব্দের অর্থ শব্দের দ্বারা প্রকাশযোগ্য। তবে সংজ্ঞার দ্বারা পদার্থের প্রকাশকেও ব্যপদেশ বলে। সুতরাং ‘অব্যপদেশ্য’ শব্দের অর্থ শব্দের দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়। উদয়নাচার্য, শ্রীধরভট্ট প্রমুখ মনে করেন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যেমন জ্ঞাতার প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তেমনি শাব্দবোধ ও উৎপন্ন হতে পারে কিন্তু শব্দ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ব্যপদেশ সম্ভব। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যপদেশ সম্ভব নয়। শব্দজ্ঞানে এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই মহর্ষি ‘অব্যপদেশ্য’ শব্দের প্রয়োগ করেছেন। এ বিষয়ে বাচস্পতি মিত্র আবার ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তি বারণের জন্যই মহর্ষি ‘অব্যপদেশ্য’ পদের সংযোজন করেছেন। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ রহিত অবিশিষ্ট বস্তুর স্বরূপ মাত্রের জ্ঞান হওয়ায় এর ব্যপদেশ সম্ভব নয়। এই কারণেই ‘অব্যপদেশ্য’ পদের সংযোজনে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে লক্ষণ সমন্বয় হয়। জয়রাশি *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* গ্রন্থে প্রত্যক্ষ লক্ষণের অন্তর্গত ‘জ্ঞানত্ব’ ও ‘অব্যপদেশ্য’ পদের অপ্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেননি।

ব্যভিচার জ্ঞান ও 'অব্যভিচারী' পদের অপ্রয়োজনীয়তা বিচার

প্রত্যক্ষজ্ঞান অব্যভিচারী হয় আবার ব্যভিচারীও হয়। অব্যভিচারী প্রত্যক্ষ হল যথার্থ প্রত্যক্ষ এবং ব্যভিচারী প্রত্যক্ষ হল ভ্রমপ্রত্যক্ষ। ‘অব্যভিচারী’ পদের অর্থ বুঝতে গেলে প্রথমে ‘ব্যভিচার’ শব্দের

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.10

অর্থ জানা প্রয়োজন। 'ব্যভিচার' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন "যদস্মিংস্তদিতি তদব্যভিচারি"। 'তৎ' শব্দের অর্থ প্রকার বা জ্ঞানীয় বিশেষণ বা পদার্থের প্রকৃত ধর্ম। তৎ ভিন্ন পদার্থে তৎ এই রূপ যে প্রত্যক্ষ তাই ব্যভিচারী প্রত্যক্ষ অর্থাৎ পদার্থ যে ধর্ম বিশিষ্ট জ্ঞাতা যদি সেই পদার্থকে সেই ধর্ম বিশিষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ না করে ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করে তবে সেই প্রত্যক্ষ হবে ব্যভিচারী প্রত্যক্ষ। যেমন ঘটে, পটের প্রত্যক্ষ রজ্জুতে, সর্পের প্রত্যক্ষ বা মরুদেশে সূর্যকিরণ কে জ্ঞাতার জল রূপে প্রত্যক্ষ। এরূপ বিপরীত নিশ্চয় রূপ ভ্রম প্রত্যক্ষই ব্যভিচারী প্রত্যক্ষ। অব্যভিচারী প্রত্যক্ষ হল ব্যভিচারী প্রত্যক্ষের বিপরীত প্রত্যক্ষ। ভাষ্যকার 'অব্যভিচারী' পদের অর্থ প্রকাশার্থে বলেছেন 'তস্মিংস্তদিতি তদব্যভিচারি প্রত্যক্ষমিতি'। সেই পদার্থে তৎ এই রূপ যে প্রত্যক্ষ তাই অব্যভিচারী প্রত্যক্ষ। পদার্থ যে ধর্মবিশিষ্ট প্রমাতা যদি সেই পদার্থকে সেই ধর্মবিশিষ্ট রূপেই প্রত্যক্ষ করেন তবে সেটি হবে অব্যভিচারী প্রত্যক্ষ। যেমন ঘটকে ঘট বলে জানা শুক্তিতে শুক্তির জ্ঞান বা সূর্যকিরণকে সূর্যকিরণ বলে প্রত্যক্ষ করাটাই অব্যভিচারী জ্ঞান। 'অব্যভিচারী' শব্দের অর্থ হল তত্ত্বের অবিপরীত জ্ঞান। পদার্থের প্রকৃত ধর্মকে তত্ত্ব বলে। প্রাচীন মতানুসারে যে পদার্থের যেটি প্রকৃত ধর্ম সেটি তার তত্ত্ব।

'অব্যভিচারী' পদ ব্যতীত প্রত্যক্ষের লক্ষণটি হবে "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্য ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন অশাব্দ, ব্যবসায়াত্মক, জ্ঞানস্বরূপ পদার্থ প্রত্যক্ষ। চতুর্থ সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন গ্রীষ্মকালে পার্থিব উষ্মা ও সংসৃষ্ট স্পন্দমান সূর্যকিরণের (মরীচিকা) সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষের ফলে প্রমাতার 'ইদং জল' এরূপ প্রত্যক্ষভ্রম হয়। এই ভ্রম জ্ঞানের বিশেষ্য বা ধর্মী ইদং এবং বিশেষণ বা ধর্ম জলত্ব বা জল। 'ধর্মিণি অভ্রান্তং প্রকারেতু বিপর্যয়াৎ' ভ্রম জ্ঞানের এই নিয়ম অনুসারে বিশেষ্য 'ইদং' অভ্রান্ত হলেও বিশেষণাংশ জলত্ব অংশে ভ্রম হয়। কারণ সন্মুখবর্তী ইদং বিশেষ্যে জলত্ব বিশেষণ থাকে না। 'ইদং জল' এইরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলেই উৎপন্ন। 'অব্যভিচারী' পদ ব্যতীত যথার্থ প্রত্যক্ষের লক্ষণটিও তদনুরূপ হওয়ায় ভ্রম প্রত্যক্ষে, যথার্থ প্রত্যক্ষের লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যায়। ফলত অতিব্যাপ্তি হয়। মহর্ষি গৌতম ভ্রমপ্রত্যক্ষ থেকে যথার্থ প্রত্যক্ষকে পৃথক করার জন্য এবং প্রত্যক্ষভ্রমে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'অব্যভিচারী' পদের প্রযোগ করেছেন।[iii] কারণ মরীচিতে 'ইদং জল' এরূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন হয় ঠিকই কিন্তু এই ভ্রমপ্রত্যক্ষ যেহেতু তদ্বতি তৎপ্রকারক জ্ঞান নয় সেহেতু তা অব্যভিচারী জ্ঞান নয়। ভ্রমপ্রত্যক্ষে ইদং বিশেষ্যে অর্থাৎ মরীচিতে উদকের জ্ঞান হলেও প্রকৃতপক্ষে মরীচি স্থলে উদক থাকে না, থাকে বালুকারাশি। ফলত ভ্রমপ্রত্যক্ষ জ্ঞানটি তদ্বতি তৎপ্রকারক না হয়ে তদ্ভাবতি তৎপ্রকারক হয়, ব্যভিচারী হয়। কিন্তু 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ যথার্থ প্রত্যক্ষ অব্যভিচারী। প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অব্যভিচারী' পদের প্রয়োগ তাই যথার্থ প্রত্যক্ষকে ভ্রম প্রত্যক্ষ থেকে ব্যাবৃত্ত

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.10

করে। লক্ষণে অব্যভিচারী পদের সংযোজন সম্পর্কে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের অভিপ্রায় এটিই। জয়রাশি ভট্ট ব্যভিচার জ্ঞান বলে কোনো জ্ঞান স্বীকার করেন না। তাই তিনি মনে করেন যেহেতু ব্যভিচার বলে কোনো জ্ঞান নেই সেহেতু প্রত্যক্ষের লক্ষণে অব্যভিচারী পদের কোন প্রয়োজন নেই।[iv] নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা জয়রাশি ভট্ট ব্যভিচার জ্ঞানের খণ্ডন এবং অব্যভিচারী পদের অপ্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন –

প্রথমত: পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িকের দাবি হল প্রায়শই প্রমাতার রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, মরীচিতে উদক জ্ঞান হয়। এদের প্রত্যেকটিই ব্যভিচারী জ্ঞান। ব্যভিচারী জ্ঞান নেই এমন বলা যায় না অর্থাৎ ব্যভিচার জ্ঞান আছে। জয়রাশি পূর্বপক্ষের এই দাবীকে মেনে নিয়ে প্রত্যাভিযোগ করেন যে, ব্যভিচার জ্ঞান আছে কিন্তু প্রমাতার এই ব্যভিচার বা ভ্রম জ্ঞান কিভাবে নিবারিত হয়? উত্তরে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন যে, যখন প্রমাতা মরীচিতে উদক ভ্রমস্থলে উপস্থিত হয় এবং মরীচিতে উদকের অবিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ করে তখন প্রমাতার মরীচিতে উদকের অবিদ্যমানতার জ্ঞান হয়। উদক নেই – এই জ্ঞানের দ্বারাই মরীচিতে উদকের ব্যভিচার জ্ঞান নিবারিত হয়। এস্থলে জয়রাশির ভট্টের বক্তব্য নৈয়ায়িক বলছেন উদক অবিদ্যমান অর্থাৎ মরীচিতে উদক ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় হল যেখানে উদক থাকেই না সেখানে উদকের জ্ঞান কি করে হবে! জ্ঞানের বিষয় বা কি হবে? কারণ বস্তুবাদী ন্যায়মতে জ্ঞান মাত্রই সবিষয়ক, নির্বিষয়ক জ্ঞান হতে পারে না। সর্প ব্যতীত সর্পজ্ঞান হতে পারে না। প্রথমত উদক না থাকায় জ্ঞানটি নির্বিষয়ক। দ্বিতীয়ত অবিদ্যমান অর্থ উদকের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ সম্ভব নয়।[v] ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ ব্যতীত ভ্রমপ্রতক্ষ ও সম্ভব নয়। অতএব জয়রাশির বক্তব্য হলো ভ্রমপ্রত্যক্ষকে স্বীকার করলে মরীচিস্থলে উদকের উপস্থিতিকে স্বীকার করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: নৈয়ায়িকগণের পক্ষে মরীচিতে উদকের জ্ঞান অর্থাৎ ব্যভিচার জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান রূপেও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কারণ যে বাধক জ্ঞান দ্বারা ব্যভিচার জ্ঞান মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় সেই বাধক জ্ঞানটাই জ্ঞাতার হবে না। মরীচিতে উদক জ্ঞানের বাধক জ্ঞান হল উদকাভাবের জ্ঞান। মরীচিতে, উদকাভাবের জ্ঞান হলে মরীচিতে উদকের জ্ঞান মিথ্যা বলে প্রতিপাদিত হয়। জয়রাশির আপত্তি হল উদকের জ্ঞান যখন হচ্ছে তখন পূর্বপক্ষী কিভাবে বলেন যে সেখানে উদক নেই, উদক মিথ্যা? নৈয়ায়িকগণের মতে যে মুহূর্ত পর্যন্ত ভ্রম দূরীভূত হয়নি সেই মুহূর্ত পর্যন্ত প্রমাতার মরীচিতে উদক সত্যরূপে প্রতীয়মান হয় (কিন্তু জ্ঞানটি মিথ্যা)। জয়রাশির প্রশ্ন হল তাহলে প্রতীয়মান জ্ঞানের মিথ্যাত্বটি কি? অর্থাৎ কোন জ্ঞানের দ্বারা মরীচিতে উদকের জ্ঞান মিথ্যা হয়? জয়রাশি বলছেন হতে পারে মিথ্যাত্বটি হয় প্রতিভাত উদকের অভাব অথবা প্রতীয়মানটাই অভাব (অভাব পদার্থ রূপে)। প্রথম বিকল্প অর্থাৎ যদি প্রতিভাত উদকের অভাব

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.10

মিথ্যা হয় তাহলে পুনরায় প্রশ্ন হবে যে এই উদকাভাব কি প্রতীতিকালেই হয় নাকি কালান্তরে হয়? যদি প্রতীতিকালে উদকাভাব হয় তাহলে প্রশ্ন উদকাভাব অবগত নাকি অনবগত?

জয়রাশি বলছেন যদি অবগত হয় তাহলে সেটি উদক জ্ঞানের দ্বারা অবগত হবে অথবা অন্য জ্ঞান দ্বারা অবগত হবে। কিন্তু মরীচিতে উদকের জ্ঞান দ্বারা, মরীচিতে উদকাভার অবগত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ অভাবের জ্ঞান প্রতিযোগীর জ্ঞান সাপেক্ষ।[vi] যে ব্যক্তির ঘট জ্ঞান আছে তারই ঘট প্রতিযোগিক অভাবের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ উদকাভাবের জ্ঞানের বিষয় হল প্রতিযোগী উদক। পূর্বে মরীচিতে উদকের জ্ঞান হলে তবেই মরীচিতে উদকাভাবের জ্ঞান হয়। জয়রাশি বলতে চাইছেন যদি 'মরীচিতে উদকাভাব' অবগত হবার জন্য 'মরীচিতে উদকের' জ্ঞান প্রয়োজন হয় তাহলে পূর্বোৎপন্ন জ্ঞানকে (মরীচিতে প্রতীয়মান উদক জ্ঞান) ভ্রান্ত বা মিথ্যা বলা যাবে না। পূর্বপক্ষীকে একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, মরীচিতে উদক আছে। প্রতিযোগী ভাব পদার্থের জ্ঞান ভ্রান্ত হলে ওই প্রতিযোগিক অভাবের জ্ঞান সম্ভব নয়। কাজেই উদকাভাবের প্রতি উদকজ্ঞানকারণতা স্বীকার করলে মরীচিতে প্রতিযোগী উদকের জ্ঞানকে অভ্রান্ত, অব্যভিচারী বলতে হবে। আর মরীচিতে উদক জ্ঞান অব্যভিচারী হলে প্রত্যক্ষলক্ষণ থেকে তাকে ব্যাবৃত্ত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। জয়রাশি আরও বলেছেন যে উদকের জ্ঞান উদকাভাবের জ্ঞানে কারণ হলে মরীচিতে উদকের পারমার্থিক উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে। আবার মরীচিতে উদকাকার জ্ঞান, উদকাভাবের কারণ হলে যথার্থ উদকাকার জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ যথার্থ উদক জ্ঞানও উদকাকার জ্ঞান। ফলে যথার্থ স্থলেও উদকাভাবের আপত্তি হবে। এই কারণেই যেখানে উদকাকার জ্ঞান হবে সেখানে উদকাভাবের জ্ঞান হবে না। মোটকথা ভ্রমস্থলে প্রতিযোগির জ্ঞানের দ্বারা প্রতিযোগিতার অভাব অবগত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রথমত পূর্বোৎপন্ন প্রতিযোগির (মরীচিতে উদকের) জ্ঞানকে অব্যভিচারী জ্ঞান হিসেবে স্বীকার করতে হবে। অধিকরণ অনুযোগিতে (ইদং/মরীচিতে) প্রতিযোগির পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করতে হবে। যথার্থ এবং অযথার্থ উভয় স্থলে প্রতিযোগী পদার্থের আকারের জ্ঞান কারণ হওয়ায় যথার্থ স্থলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। আবার অন্য জ্ঞান দ্বারাও উদকাভাবের জ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ জ্ঞানের যৌগপদ্য সম্ভব নয়। সুতরাং জয়রাশি কর্তৃক যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত সিদ্ধান্ত হল, প্রতীতিকালে উদকাভাব প্রমাতার নিকট উদকাকার জ্ঞান দ্বারা অবগত নয় আবার অন্যজ্ঞান দ্বারাও অবগত নয়।

জয়রাশি এখানে আরও একটি পূর্বপক্ষ (নৈয়ায়িক) উপস্থাপন পূর্বক বলেছেন যে, বলেন প্রতিযোগির জ্ঞান নয় বরং পদার্থের অভাব জ্ঞান (knowledge of non-existence) দ্বারা অভাব এবং ভাব জ্ঞান (knowledge of existence) দ্বারা ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে একই অধিকরণে একই কালে ভাবাভাব কে স্বীকার করতে হবে। পুনরায় পূর্বপক্ষী যদি বলেন, উদকের ভাবজ্ঞান উদকব্যবস্থা করে না কিন্তু উদকের অভাব জ্ঞান অভাব ব্যবস্থা করে। জয়রাশি উপহাস

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.10

করে বলছেন এই দাবি স্বৈরাচারী রাজার অযৌক্তিক আজ্ঞা সদৃশ যা প্রজারা বিনা বিচারে মানতে বাধ্য থাকে। কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুক্তিহীনতার কোন স্থান নেই। আর যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় পদার্থের ভাব জ্ঞান ভাব ব্যবস্থা করে না তাহলে জ্ঞানের প্রতি মানুষের অনাশ্বাস আসবে এবং ভাবপদার্থ যদি না থাকে তাহলে ভাব প্রতিযোগিক অভাব পদার্থেরই অস্তিত্ব অসম্ভব হবে। আর যদি পদার্থের ভাব অভাব বলে কিছুই না থাকে তাহলে সকল প্রকার তত্ত্বেরই উপপ্লব হবে।[vii] কারণ ন্যায়-বৈশেষিক মতে ভাব ও অভাব ভেদে পদার্থই দুই প্রকার।

প্রতীতি কালের উদকাভাব যদি অনবগত হয় অর্থাৎ জানা না যায় তাহলে জয়রাশির প্রশ্ন হল প্রমাতা কিভাবে জানতে পারে যে উদকাভাব অনবগত? মরীচিতে উদক নেই? উত্তরে যদি পূর্বপক্ষী বলেন মরীচিতে উদক জ্ঞান হবার পর প্রবৃত্তিবশত প্রমাতা উদকস্থলে উপস্থিত হয় এবং উদকের অনুপস্থিতি প্রত্যক্ষ করে জানতে পারে যে উদক নেই। অর্থাৎ কালান্তরে জানতে পারে। জয়রাশি বলছেন কালান্তরে তো জলাধিকরণেও উদকাভাব দেখা দেয়। বর্ষাকালে যে পুকুরে উদকে পরিপূর্ণ থাকে গ্রীষ্মকালে সেই পুকুরকেই উদকশূন্য হতে দেখা যায়। কাজেই একথা বলা সমীচিন নয় যে উদক না থাকায় উদকাভাব অনবগত!

দ্বিতীয় আপত্তির দ্বিতীয় বিকল্প ছিল প্রতীয়মানটাই অভাব। মরীচিতে উদকাভাব-এই অভাবের জ্ঞান, প্রতীয়মান উদক জ্ঞানকে মিথ্যা রূপে প্রতিপাদন করে। কিন্তু জয়রাশি বলছেন এই অভাব পদার্থরূপে প্রতীয়মানের অভাবের জ্ঞান প্রমাতার হয় না। কারণ প্রতীয়মান হচ্ছে ভাব (উদকের ভাব) আর পূর্বপক্ষী সমর্থন করছেন অভাব (উদকের অভাব)। ফলত অতিপ্রসঙ্গ হচ্ছে। অতিপ্রসঙ্গ হেতু প্রতীয়মান অভাব জ্ঞান স্বীকার্য নয়। দ্বিতীয়ত যেখানে রূপাদি প্রতীয়মান হয় সেখানে রসাদির কল্পনা যেমন কেউই করেন না একইভাবে মরীচিতে যখন উদক প্রতীয়মান হয় তখন উদকাভাবের কল্পনাও যুক্তিযুক্ত নয়। তৃতীয়ত পূর্বপক্ষী যদি বলেন উদক প্রতীয়মান হয় একথা সত্য কিন্তু সেই উদক মিথ্যা সেক্ষেত্রে জয়রাশির বক্তব্য হল 'এটি উদক প্রপঞ্চ', 'দীর্ঘোদক' ইত্যাদি স্থলেও উদক প্রতীয়মান হয় কিন্তু এসব স্থলের উদক তো মিথ্যা নয়। প্রপঞ্চত্ব, দীর্ঘত্ব ইত্যাদি উদকের ধর্ম মিথ্যা হতে পারে। একইভাবে মরীচিস্থলে প্রতীয়মান উদকও মিথ্যা নয়। পূর্বপক্ষী যদি বলেনও যে দীর্ঘোদক ইত্যাদি স্থলে উদকের প্রতীতি হয়। তাই উদক মিথ্যা নয়। এর উত্তরে জয়রাশির বক্তব্য হল সত্যউদক এবং মিথ্যাউদক এই দুই অবস্থাতেই সাধারণ জলের প্রতীতি হয় বলে মরীচিতে প্রতীয়মান উদকের জ্ঞান মিথ্যা নয়। যখন সত্য উদকের জ্ঞান হয় তখন সত্য উদক প্রতিভাত হয়, মিথ্যা উদক বা উদকাভাব প্রতিভাত হয় না। যখন মিথ্যা উদকের জ্ঞান হয় তখন সত্য উদক বা উদকাভাব প্রতিভাত হয় না। কারণ জ্ঞান ও তার বিষয় সংবদ্ধ হয়ে অবস্থিত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত মরীচিতে প্রতীয়মান উদকের জ্ঞান সত্য জ্ঞান।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.10

পূর্বপক্ষী মরীচিতে উদক জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান বলেন। এই জ্ঞানকে মিথ্যা বলে প্রতিপাদন করতে গেলে পূর্বপক্ষীকে উদকাভাবের জ্ঞানকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু জয়রাশি বলছেন উদকাভাবের জ্ঞানটাই সম্ভব নয়। ফলত উদকাভাবকে যখন সত্য (অভ্রান্ত) বলে প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না (অর্থাৎ মিথ্যা) তখন মরীচিতে উদক জ্ঞানকেই সত্য (অভ্রান্ত) জ্ঞান বলে পূর্বপক্ষীকে স্বীকার করতে হবে। পূর্বপক্ষী যে জ্ঞানকে মিথ্যা বলেন জয়রাশি সেই জ্ঞানকে অব্যভিচারী জ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক্ষেত্রে জয়রাশির বক্তব্য ব্যভিচারী জ্ঞান যেহেতু সম্ভব নয় সেহেতু প্রত্যক্ষের লক্ষণে অব্যভিচারী পদটির কোনো প্রয়োজন নেই।[viii]

সংশয়জ্ঞান ও জয়রাশি কর্তৃক লক্ষণধর্ম 'ব্যবসায়াত্মকত্ব'-এর বিচার

ন্যায়দর্শন স্বীকৃত তৃতীয় ভাব পদার্থ সংশয়। সংশয় একপ্রকার অযথার্থ জ্ঞান। প্রাভাকর সম্প্রদায় সংশয় স্বীকার করেন না। কারণ এই মতে জ্ঞান মাত্রই যথার্থ, অযথার্থ জ্ঞান বলে কিছু নেই। ভাবাভাব বিরুদ্ধ কোটিক জ্ঞানকে সংশয় বলে। 'কোটি' শব্দের অর্থ বিকল্প। সংশয়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম *ন্যায়সূত্রে-* বলেছেন 'সমানানেকধর্মোপপত্তের্বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ' (১/১/২৩)। সূত্রে 'সংশয়' লক্ষ্য, 'বিমর্শ' সংশয়ের সামান্য লক্ষণ। 'বিমর্শ' শব্দের অর্থ বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান অর্থাৎ একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই সংশয়। 'সমানানেকধর্মোপপত্তেঃ' ইত্যাদি পঞ্চম্যন্ত পদের দ্বারা সংশয়ের প্রকারভেদকে বোঝানো হয়েছে। এই পাঁচ প্রকার সংশয় হলো – ১) সমানধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয় ২) অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য ৩) বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ একপদার্থে বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বাক্যজন্য সংশয় ৪) উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য এবং ৫) অনুপলব্ধি অব্যবস্থাজন্য সংশয়। মহর্ষি গৌতম, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং ভাসর্বজ্ঞ সূত্রোক্ত পাঁচ প্রকার সংশয় স্বীকার করেছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে 'বিমর্শ' শব্দের অর্থ অনবধারণ জ্ঞান অর্থাৎ অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। 'অবধারণ' শব্দের অর্থ নিশ্চয়াত্মক। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট দুটি ধর্মীতে যখন একই ধর্ম থাকে তখন ওই ধর্মকে সাধারণ ধর্ম বলে। 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষবা' এটি সাধারণ ধর্ম জন্য সংশয়। এক্ষেত্রে ধর্মীতে অর্থাৎ অয়ং পদবাচ্য পদার্থে স্থাণুর্বা ও পুরুষবা এই দুটি বিরুদ্ধ ভাববাচ্য ধর্ম ভাসিত হচ্ছে। যদি উচ্চতারূপ সাধারণ ধর্মের জ্ঞান হয় এবং যদি বিশেষ দর্শন না হয় তাহলে উক্ত সংশয় হয়ে থাকে। এখানে স্থাণুর বিশেষ দর্শন হল বল্কল কোটোর ইত্যাদির দর্শন এবং পুরুষের বিশেষ দর্শন হল হস্ত, পদ ইত্যাদির দর্শন। যদি ঐ সকল বিশেষের দর্শন না হয় এবং উচ্চতা ইত্যাদি সাধারণ ধর্মের জ্ঞান হয় তাহলে 'স্থাণু অথবা পুরুষ' এরূপ সংশয় হয়। দূরত্বের জন্যই বিশেষ দর্শন হয় না। উক্ত সংশয় হবার পর ওই ব্যক্তি ধর্মীর কাছে গেলে বিশেষ দর্শন হয় এবং নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ন্যায়মতে সংশয় অযথার্থ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয় 'অয়ং' এর

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.10

সন্নিকর্ষের ফলেই প্রমাতার 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষোবা' এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ফলত উক্ত জ্ঞানেও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নত্ব, জ্ঞানত্ব থাকে। ব্যবসায়াত্মক পদ ব্যতীত প্রত্যক্ষ লক্ষণ তদনুরূপ হওয়ায় লক্ষণটি সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্ত হয়। একধর্মিক, ভাবাভাব বিরুদ্ধ কোটি বিশিষ্ট সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে নিশ্চয়াত্মক প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে পৃথক করার জন্য এবং সংশয়াত্মক জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'ব্যবসায়াত্মক' পদটির সংযোজন করেছিলেন। কিন্তু জয়রাশি মনে করেন 'ব্যবসায়াত্মক' পদটির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়। উক্ত মত খণ্ডনে জয়রাশির যুক্তি গুলি নিম্নরূপ –

প্রথম আপত্তি হল: সংশয় একধর্মিক বিশিষ্টবুদ্ধি। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলেই 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষোবা' এরূপ সংশয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই সংশয় জ্ঞানের ধর্মী হল অয়ং এবং ধর্ম স্থাণুত্বাবচ্ছিন্নপুরুষ ও পুরুষত্বাবচ্ছিন্নপুরুষ। জয়রাশি ভট্টের প্রশ্ন হল এই সংশয় জ্ঞানে কি কিছু প্রতিভাত হয় অথবা হয় না?

প্রথম বিকল্পের উত্তরে তিনি পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সংশয় জ্ঞানে যদি কিছু প্রতিভাত হয় তাহলে সেটি হয় ধর্মী হবে অথবা ধর্ম হবে। যদি ধর্মী প্রতিভাত হয় তবে প্রতিভাত ধর্মী সৎ (real) হবে অথবা অসৎ (unreal) হবে এবং তদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান ও নিয়ম অনুসারে যথার্থ হবে (Non-erroneous) অথবা অযথার্থ বা ভ্রম (erroneous) হবে। কারণ যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে জ্ঞান দুইপ্রকার। জয়রাশির যুক্তি হল সংশয় জ্ঞানে প্রতিভাত ধর্মীর জ্ঞান যদি যথার্থ হয় তবে সেক্ষেত্রে তৎবিষয়ক যথার্থ বিজ্ঞানকে ব্যবচ্ছেদের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ যথার্থ হওয়ায় তদ্বিষয়ক জ্ঞানে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। কিন্তু প্রতিভাত ধর্মীর জ্ঞান যদি ভ্রম বা ব্যভিচারি হয় তাহলে প্রত্যক্ষলক্ষণোক্ত 'অব্যভিচারী' পদের দ্বারাই সংশয়াত্মক জ্ঞানে প্রতিভাত অসৎ ধর্মীবিষয়ক ব্যভিচারি জ্ঞানের ব্যবচ্ছেদ হয়ে যাবে। তার জন্য প্রত্যক্ষের লক্ষণে অতিরিক্ত 'ব্যবসায়াত্মকং' পদ সংযোজনের কোনো প্রয়োজন হয় না।[ix]

ন্যায়মতে সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক ভেদে অযথার্থ জ্ঞান তিনপ্রকার। জয়রাশি মূলত সংশয় জ্ঞানকে ব্যভিচারী বিপর্যয়জ্ঞান বা অযথার্থ জ্ঞান অর্থে গ্রহণ করে 'অব্যভিচারি' পদের দ্বারা সংশয়াত্মক জ্ঞানকে ব্যাবৃত্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন এবং ব্যবসায়াত্মক পদকে অপ্রয়োজনীয়, অপসারণ যোগ্য বলেছেন।

দ্বিতীয় বিকল্পে জয়রাশি বলছেন যদি সংশয় জ্ঞানের একটি কোটি যেমন কেবলমাত্র স্থাণুর লক্ষণধর্ম প্রতিভাত হয় তাহলে সেই প্রতিভাত লক্ষণধর্ম সৎ হবে অথবা অসৎ এবং তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান যথার্থ হবে অথবা ভ্রম হবে এবং সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত আপত্তিটি সমভাবে প্রযোজ্য হবে। যদি উভয় কোটি অর্থাৎ স্থাণুত্ব লক্ষণধর্ম অথবা পুরুষত্ব লক্ষণধর্ম প্রতিভাত হয় তাহলে উভয় বিকল্প হয় একই সঙ্গে যথার্থ হবে অথবা ভ্রম হবে অথবা একটি বিকল্প যথার্থ এবং অন্য বিকল্প

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

ভ্রম হবে। যদি উভয় ধর্ম সৎ হয় তাহলে তদ্বিষয়কবিজ্ঞানে সংশয় হবে না এবং যদি উভয় ধর্ম অসৎ হয় তবে তদ্বিষয়কবিজ্ঞান সংশয় জ্ঞান হবে না বিপর্যয় হবে এবং অব্যভিচারি পদের দ্বারাই সেই বিপর্যয় জ্ঞানকে যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে ব্যাবৃত্ত করা যাবে। সংশয় জ্ঞানে প্রতিভাসিত উভয় বিকল্পের একটি সৎ অন্যটি অসৎ হলে সেই সেই বিষয়ক বিজ্ঞানও যথাক্রমে অব্যভিচারি ও ব্যভিচারি হবে। জয়রাশির যুক্তি হল দ্বিচন্দ্রজ্ঞানে যেমন কখনো সংশয় হয় না এ স্থলের জ্ঞানেও সেরূপ সংশয় হবে না। চন্দ্র একটিই, দ্বিত্ব চন্দ্রের জ্ঞান কখনও জ্ঞাতার হয় না। দ্রব্যাত্মক চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রত্বাবচ্ছিন্নচন্দ্র রূপে চন্দ্রের জ্ঞান অব্যভিচারী, গুণাত্মক চন্দ্র অর্থাৎ দ্বিত্ব সংখ্যা বিশিষ্ট রূপে চন্দ্রের জ্ঞান ব্যভিচারী। দ্বিচন্দ্রের জ্ঞানে প্রমাতার কখনো সংশয় হয় না, হয় ব্যভিচারী হয় অথবা বিপর্যয় বা ভ্রম হয়। 'অয়ং স্থাণুর্বা বা পুরুষবা' স্থলেও তদনুরূপ বক্তব্য প্রযোজ্য। দ্রব্যের প্রতিভাস সৎ কিন্তু গুণের প্রতিভাস অসৎ। চন্দ্র দ্রব্য বা ধর্মী এবং দ্বিত্ব গুণ বা ধর্ম। ধর্মী চন্দ্র সৎ, তার জ্ঞানও যথার্থ, চন্দ্রে ধর্ম দ্বিত্ব গুণ অসৎ তার জ্ঞান মিথ্যা। দ্বিচন্দ্রজ্ঞানে চন্দ্র দ্রব্যাকারে প্রতিভাসিত হয়, গুণাকারে নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি: পূর্বপক্ষী যদি বলেন সংশয়াত্মক জ্ঞান সন্দিগ্ধ বিষয়ের আকারকে উপস্থাপিত করে, বিষয়কে নয়। এক্ষেত্রে জয়রাশি ভট্টের প্রশ্ন হল সন্দিগ্ধ বিষয়টি কি ওই স্থলে বিদ্যমান অথবা বিদ্যমান নয়।[x] এর তিনটি সম্ভাব্য উত্তর জয়রাশি দিয়েছেন প্রথমত যদি সংশয়িত বিষয় বিদ্যমান হয় তাহলে সত্য উদক জ্ঞানের ন্যায় এই জ্ঞানেও প্রমাতার কোন সংশয় হবে না এবং জ্ঞানটি অবাধিত হবে। দ্বিতীয়ত সংশয়িত বিষয়টি যদি সর্পের ন্যায় অবিদ্যমান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যভিচার হবে এবং 'অব্যভিচারী' পদের দ্বারাই তার নিরাস হবে, 'ব্যবসায়াত্মক' পদের প্রযোজন সে স্থলে নেই। তৃতীয়ত সন্দিগ্ধ বিষয় এবং বিষয়ের আকার কোনটিই যদি প্রতিভাত না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বিষয়হীন (কারণ সন্দিগ্ধ বিষয় নেই বিষয়ের আকারও নেই) আলম্বনের সঙ্গে ভ্রান্ত জলবিজ্ঞানের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের যথার্থ সন্নিকর্ষ সম্ভবই নয়। সুতরাং এই স্থলেও 'ব্যবসায়াত্মক' পদটি উপাদেয় নয়।[xi]

উপরোক্ত যুক্তি দ্বারা জয়রাশি প্রত্যক্ষলক্ষণোক্ত 'ব্যবসায়াত্মক' পদের অপ্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেছেন। এই খন্ডন কার্যে জয়রাশি জ্ঞানকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন হয় জ্ঞান অব্যভিচারী হবে অথবা ব্যভিচারী হবে। অব্যভিচারী হলে সেই জ্ঞানে জ্ঞাতার কোন প্রকার সন্দেহ থাকবে না। আর ব্যভিচারী হলে সেই জ্ঞান বিপর্যয় বা ভ্রম হবে এবং অব্যভিচারী পদের দ্বারাই যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান থেকে এই বিপর্যয় জ্ঞানকে পৃথক করা যাবে। এস্থলে জয়রাশি সংশয় বলে কোনো প্রকার জ্ঞানকে স্বীকার করেননি।

জয়রাশি প্রত্যক্ষ লক্ষণের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং, অব্যভিচারী, অব্যপদেশ্য ও ব্যবসায়াত্মক পদের যৌক্তিকতা বিচার করলেও তিনি লক্ষণের অন্তর্গত 'জ্ঞানং' পদ সম্পর্কে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.10

কোনো মন্তব্য করেননি। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে জয়রাশি লোকব্যবহারে হয়তো প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে স্বীকার করতেন। কিন্তু প্রত্যক্ষের লক্ষণে যে সকল লক্ষণধর্ম উল্লেখ রয়েছে সেই লক্ষণধর্ম বিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে তিনি স্বীকার করতেন না অথবা হতে তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল ন্যায় স্বীকৃত পদ্ধতির অযথার্থতা প্রতিপাদন।

তথ্যসূত্র

১. ন্যায়সূত্র. ১/১/৪

২. ততশ্চনেন্দ্রিয়ার্থাসন্নিকর্ষজং বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষলক্ষণম্। - ভট্ট, জয়রাশি. *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ.* (২০১৩), অনুঃ ভি এন ঝাঁ . কেরল: চিন্ময় ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন শোধ সংস্থান, পৃ. ৯৭

৩. গ্রীষ্মে মরীচয়ো ভৌমেনোষ্মণা সংসৃষ্টাঃ স্পন্দমানা দূরস্থস্য চক্ষুষা সন্নিকৃষ্যন্তে, তত্রেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুদকমিতি জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তচ্চ প্রত্যক্ষং প্রসজ্যত ইত্যত আহ "অব্যভিচারী"তি। - ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যায়দর্শন,* প্রথম খণ্ড

৪. ইতোপ্যনুপপন্নম্, অপোহন্যজ্ঞানাঽসংভবাৎ। - ভট্ট, শ্রী জয়রাশি. *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* (২০১৩) অনুঃ ভি এন ঝাঁ . কেরল: চিন্ময় ইন্টারন্যাশনাল ফাউণ্ডেশন শোধ সংস্থান. পৃ. ৫৮

৫. নৈয়ায়িকগণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন। তাদের মতে পূর্বদৃষ্ট উদকের সংস্কারবশত জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা অন্যত্রস্থিত উদক মরীচি স্থলে দৃষ্ট হয়।

৬. যে অধিকরণে অভাব, সেই অধিকরণটি অভাবের অনুযোগী। অধিকরণে যে পদার্থের অভাব, সেই পদার্থটি ওই অভাবের প্রতিযোগী।

৭. অহো রাজাজ্ঞা, নৈয়ায়িক পশোঃ। যদি চ ভাবজ্ঞানং ভাবব্যবস্থাং ন করোতি, তদা সর্বভাবেষু অনাশ্বাস প্রসঙ্গঃ। তৎ প্রসক্তৌ অভাবস্যাপানবস্থিতি, তদনবস্থিতৌ চ তত্ত্বোপপ্লবঃ স্যাৎ। ভট্ট, শ্রীজয়রাশি. *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* (২০১৩), অনুঃ ভি এন ঝাঁ. কেরল: চিন্ময় ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন শোধ সংস্থান. পৃ. ৬১

৮. তস্মাৎ স্থিতমেতৎ অব্যভিচারীপদমনর্থকম্। - তদেব পৃ. ৭৪

৯. অথ অতাত্ত্বিক; তদা অব্যভিচারীপদেন অপনীতত্বাৎ ন ব্যবসায়াত্মকপদমুপাদেয়ম। ভট্ট, জয়রাশি. *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ.* (২০১৩), অনুঃ ভি এন ঝাঁ. কেরল: চিন্ময় ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন শোধ সংস্থান, পৃ. ৮৪

১০. অর্থ সন্দিগ্ধার্থাকারপ্রতিভাসি সন্দেহজ্ঞানমিতি চেৎ; সন্দিগ্ধোঽর্থো বিদ্যতে বা ন বা। - ভট্ট, জয়রাশি. *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ.* (২০১৩), অনুঃ ভি এন ঝাঁ . কেরল: চিন্ময় ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন শোধ সংস্থান, পৃ. ৮৭-৮৮

১১. তস্মাৎ ব্যবসায়াত্মকপদমপি অনুপাদেয়ম। - তদেব পৃ. ৮৮

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore